Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2025, Page No. 30-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.005

অদ্বৈতসিদ্ধিসম্মত মিথ্যাত্বের প্রথমলক্ষণ: একটি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা

বিদ্যুৎ মণ্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.06.2025; Accepted: 18.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper undertakes a critical investigation into the Advaita Vedānta understanding of the relationship between reality and illusion, foregrounding the central metaphysical claim that Brahman *– the non-dual, unconditioned absolute – is the only ontological truth. Within this framework, the phenomenal world, though pragmatically experienced, is ultimately deemed* mithyā *– neither absolutely real nor entirely unreal, but false in relation to the unqualified reality of* Brahman*. The doctrine of* mithyātva *thus emerges as a conceptual linchpin in Advaita's non-dual ontology, necessitating rigorous philosophical articulation to safeguard the coherence of* advaita *(non-duality).*

In pursuit of this, the paper engages with the sophisticated exegetical tradition preserved in Madhusūdana Sarasvatī's Advaitasiddhi*, where five historically significant definitions of* mithyātva *are meticulously catalogued. Intriguingly, none of these definitions originate with Madhusūdana himself, attesting to the rich dialogical texture of Advaitic thought. The definitions discussed trace their provenance to Pañcapādikākāra, Vivaraṇakāra (two definitions), Citsukhācārya, and Ānandabodhācārya – the latter being the author of* Makaranda*. This paper centers on the first and perhaps most foundational of these definitions:* sadasattvānadhikaraṇatvaṃ mithyātvam *– falsity as that which is not the locus of either existence or non-existence.*

Through a close textual and philosophical analysis of this formulation, the paper aims to illuminate its epistemological and ontological ramifications, situating it within broader Advaitic concerns regarding perception, cognition, and the limits of discursive knowledge. In doing so, the study contributes to an enriched understanding of Advaita Vedānta's metaphysical rigor and the subtlety with which it negotiates the paradoxes of appearance and reality.

Keywords: Mityātva, dvaitasiddhi, Pratipannapādhou, traikālika, pratiyogitva, sattva, asattva, Jñānanivartyatva, Svāśrayaniṣṭhātyantabhāvapratiyogitva, Sadviviktatva, sādhyavaikalya

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর "অদ্বৈতসিদ্ধি"গ্রন্থে যে মিথ্যাত্বপঞ্চলক্ষণের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে প্রথম প্রকার মিথ্যাত্বলক্ষণ হল "সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপমনির্বাচ্যত্বম্।"[১] পঞ্চপাদিকাকার স্বয়ং মিথ্যাত্বের এই প্রথমপ্রকার লক্ষণ প্রদান করেছেন। তিনি 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত বলেছেন "মিথ্যাশব্দহনির্বচনীয়তাবচনো।" তাঁর

[১] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* ,(.সম্পা)শীতাংশুশেখর বাগচী বারাণসী তারা ,পাবলিকেশন ১৯৭১, পৃ: ৩০-৩১

এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে 'মিথ্যা' পদের অর্থ অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয়রূপ মিথ্যাত্বের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করতে বলেছেন যা সদসত্ত্বের অধিকরণ নয় তাই অনিবর্চনীয়। পঞ্চপাদিকারের এইরূপ ব্যাখ্যার নিরিখেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপে মিথ্যাত্বের প্রথমলক্ষণ আলোচনা করেছেন। এইরূপে পঞ্চপাদিকাকার প্রদত্ত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের তাৎপর্য হল, যা সত্ত্বেরও অধিকরণ নয় এবং অসত্ত্বেরও অধিকরণ নয় তাই মিথ্যা।

এইরূপে মিথ্যাত্বের লক্ষণ গৃহীত হলে প্রশ্ন হবে, মিথ্যাপদার্থকে কী কারণে সত্ত্বের অধিকরণ বলা যাবে না? কেনই বা তা অসত্ত্বের অধিকরণ হবে না? মিথ্যাপদার্থ পরবর্তীকালে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়ে যায় বলে তা সত্ত্বের অধিকরণ হবে না এবং যা অসত্ত্ব তা কোনওপ্রকারে অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয় হতে পারে না; মিথ্যাপদার্থ অলীকপদার্থের ন্যায় অসত্ত্ব নয় বলে অসত্ত্বের অধিকরণ হবে না। এই প্রসঙ্গে, অদ্বৈতস্বীকৃত ত্রিবিধ সত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। অদ্বৈতীগণ সত্ত্ব বলতে ত্রিবিধ সত্ত্বার কথা বলে থাকেন। শুদ্ধচৈতন্যকেই এইমতে একমাত্র পারমার্থিক সৎ পদার্থরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে এবং এই অর্থে অবাধিতত্বই পারমার্থিক সৎ পদার্থের লক্ষণ বুঝতে হবে। এটিই প্রথম প্রকার সৎ পদার্থ। ঘটপটাদি পদার্থকে অদ্বৈতী দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ ব্যবহারিক সৎ পদার্থরূপে গণ্য করে থাকেন। এইসকল পদার্থ ব্যবহারকালে বাধিত না হলেও মুক্তিকালে বাধের বিষয় হয়ে থাকে। এই কারণে ব্যবহারকালাবাধ্যত্বকে ব্যবহারিক সৎ পদার্থের লক্ষণরূপে স্বীকার করা হয়ে থাকে। ভ্রমস্থলে এবং স্বপ্নস্থলে যেসকল বিষয়ের প্রতীতি হয়ে থাকে, সেইসকল পদার্থকে অদ্বৈতী তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থ বলে থাকেন। ভ্রমের এবং স্বপ্নের বিষয়সমূহ ব্যবহারকালেই বাধিত হয় বলে ব্যবহারকালাবাধ্যত্বই প্রাতিভাসিক সৎ পদার্থের লক্ষণরূপে অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত হয়ে থাকে।

পূর্বপক্ষ উত্থাপন: এক্ষণে, মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী মাধ্ব সম্প্রদায় ত্রিবিধ বিকল্পের অবতারণা করে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ খণ্ডন করেছেন। ব্যাসতীর্থ তাঁর ন্যায়ামৃত গ্রন্থে এইসকল আপত্তিসমূহের উত্থাপন করেছেন। তিনি ন্যায়ামৃতে বলেছেন,

> "তত্রাহদ্যে কিং সত্ত্বে সত্যসত্ত্বরূপবিশিষ্টস্যাভাবোহভিপ্রেতঃ? কিংবা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্মদ্বয়ম্ ? যদ্বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বরূপং বিশিষ্টম্ ?"[২]

অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুসূদন সরস্বতী ন্যায়মৃতে উল্লেখিত উক্ত ত্রিবিধ বিকল্পকে গ্রহণ করে পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন করছেন যে, এই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব কী সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাব? অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়? অথবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্টপদার্থ ?[৩]

উপরোক্ত ত্রিবিধ বিকল্পের মধ্যে প্রথমবিকল্প হল, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের অর্থ কী সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব? অর্থাৎ সত্ত্বে সতি অসত্ত্বরূপ যে বিশেষণ তার অভাব কী সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব? এইস্থলে, প্রথমপক্ষকে ব্যাখ্যা করলে প্রথমপক্ষ এরূপ হবে- যা সৎ চ তৎ অসৎ চ ইতি সদসৎ এবং তার ভাব সদসত্ত্ব (কর্মধারয় সমাস)। এরূপে কর্মধারয় সমাসের দ্বারা, সৎ চ তৎ অসৎ চ সদসৎ পদটি নিস্পন্ন হল, এবং তার ভাব হল সদসত্ত্ব। এস্থলে পূর্বপক্ষী বলবেন সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম একই অধিকরণে থাকতে পারে না। কারণ, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ধর্মদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম। সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব কোথাও প্রসিদ্ধও নয়। অর্থাৎ, কর্মধারয় সমাসের দ্বারা পদটি নিষ্পন্ন হলে, এবং সসদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বকে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবরূপে গ্রহণ করলে সেস্থলে অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিক অভাব নামক দোষ ঘটবে এবং সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম বিকল্প সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবে পর্যবসিত হবে। ইহাই পরিস্ফুট করতে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বললেন,

---

[২] ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, কে. টি. পাণ্ডুরঙ্গি, প্রথম খণ্ড, ব্যাঙ্গালোরঃ দ্বৈতবেদান্ত স্টাডিজ, অ্যান্ড রিসার্চ ফাউণ্ডেশন্, ১৯৯৪, পৃঃ ৫২-৫৩

[৩] অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়ামৃতকারের এইরূপ আপত্তি অনূদিত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* শীতাংশুশেখর বাগচী , সম্পা). ,(বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ ,পৃঃ ৩১ ,১৯৭১ ,"তদ্ধি কিং সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাব; উত সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্মদ্বয়ম, আহোস্তিৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভারূপং বিশিষ্টম্?"

> "তদ্ধি সদসত্ত্বানধিকরণত্বং হি, কিম্ 'সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বাভাবঃ' সত্ত্বে সত্যসত্ত্বরূপং যদ্বিশিষ্টং তস্যাভাব ইত্যর্থঃ। সচ্চ তদসচ্চেতি সদসৎ, তস্য ভাবঃ সদসত্ত্বমিতি কর্ম্মধারয়সমাসমঙ্গীকৃত্যাপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকাভাবাভ্যুপগমেনায়ং প্রথমঃ পক্ষোবোধ্যঃ, সত্ত্ববিশিষ্টস্যাসত্ত্বস্য কুত্রাপ্যপ্রসিদ্ধেঃ। সদসদনধিকরনত্বমিতি বা পাটে সদসচ্ছব্দয়োর্ভাবপ্রধাননির্দেশাত্মচ্ছব্দস্য সত্ত্বপরতয়া তস্য চ সত্ত্বস্যাসত্ত্ববিশেষণত্বেহনধিকরণত্বস্য চাধিকরণত্বাভাববত্বে চ সত্ত্ববিশিষ্টস্যসত্ত্বস্যাভাবে প্রথমবিকল্পে পর্যবসানাৎ"[৪]

অদ্বৈতসিদ্ধিকার সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যত্বলক্ষণের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিকল্প উপস্থাপন করতে বলেছেন- 'উত'। এই দ্বিতীয় বিকল্পটিতে বলা হয়েছে, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বকে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় হিসাবে বুঝতে হবে। অর্থাৎ প্রথম বিকল্পে যেখানে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অধিকরণত্বাভাববত্ত্বকে সদসত্ত্বানধিকরণত্ব বলা হয়েছিল, এই কল্পে তা না বলে দুটি অত্যন্তাভাবকে সদসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা এই দ্বিতীয় বিকল্পে মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ ব্যাখ্যাত হবার তাৎপর্য কী? এর উত্তরে বলা হয় যে, সদসত্ত্ব এই পদ নিস্পন্ন করতে প্রথমে সৎ চ অসৎ চ সদসতি এরূপে দ্বন্দ্বসমাস করতে হবে, তয়োর্ভাব সদসত্ত্বম্। সদসত্ত্বের অনধিকরণত্ব এরূপ প্রথম লক্ষণে 'ত্ব' এই প্রত্যয়টি দ্বন্দ্বসমাসের অন্তে প্রযুক্ত হয়েছে। দ্বন্দ্বসমাসের শেষে শ্রুয়মান 'ত্ব' প্রত্যয় সমাসের অন্তর্গত প্রতিটি পদের সঙ্গেই অন্বিত বা অভিসম্বিত হয়ে থাকে। এইরূপে 'ত্ব' প্রত্যয়কে সৎ এবং অসৎ উভয়ের সাথে অন্বিত করলেই প্রথম লক্ষণ হতে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় লাভ করা যাবে। অনধিকরণত্ব অধিকরণের অত্যন্তাভাব হওয়ায় প্রথম লক্ষণের দ্বিতীয় বিকল্প সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ে পর্যবসিত হবে। এই মত প্রতিপাদনে বালবোধীনিকার বলেছেন-

> "উত অথ বা, 'সত্ত্বাত্যন্তাভাবাহসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং ধর্মদ্বয়ম্' সচ্চ অসচ্চ সদসতী তয়োর্ভাবঃ সদসত্ত্বম্। দ্বন্দ্বান্তে শ্রুয়মাণঃ ত্বপ্রত্যয়োহনধিকরণপদঞ্চ প্রত্যেকমভিসম্বদ্ধ্যতে। তথা চ সত্ত্বানধিকরণত্বমসত্ত্বানধিকরণত্বঞ্চেতি ধর্ম্মদ্বয়ং লব্ধম্। অনধিকরণত্বস্য চাধিকরণত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বরূপত্বে পর্য্যবসানেন সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপধর্ম্মদ্বয়ং লভ্যত ইতি ধ্যেয়ম্। দ্বন্দ্বসমাসমঙ্গীকৃত্যায়ং দ্বিতীয়ঃ পক্ষঃ।"[৫]

সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণের তৃতীয় বিকল্প প্রসঙ্গে ন্যায়ামৃতকার বলেছেন, "যদ্বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপং বিশিষ্টম্ ?"[৬] অর্থাৎ সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব হল সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্ট পদার্থ। এস্থলে 'সতি' পদের অন্তর্গত সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা সামানাধিকরণত্বকে বুঝতে হবে। এরূপে তৃতীয় বিকল্পের অর্থ অনুসারে সদসত্ত্বানধিকরণত্বের অর্থ হবে সত্ত্বাত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব। উক্ত কল্পে 'সৎ' পদের দ্বারা ভাবপদার্থমাত্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এস্থলে, সৎ-এর অনধিকরণত্বের সাথে সমানাধিকরণ অসত্ত্বের অনধিকরণত্ব হিসাবে সদসত্ত্বানধিকরণত্ব গৃহীত হয়েছে। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস হয়েছে বলে এস্থলে সৎ-পদের উত্তর যে অনধিকরণত্ব ধর্ম রয়েছে তা সদসত্ত্বানধিকরণত্ব এই প্রকার সমাসবদ্ধপদে লুপ্ত হয়েছে। এইপক্ষে বিশেষ হল অসত্ত্বের অনধিকরণত্বই এবং ঐ বিশেষ্যের বিশেষণ হল সত্ত্বের অনধিকরণত্ব এবং বিশেষণ-বিশেষ্যভাবরূপ এই সম্বন্ধকেই গ্রহণ করে তৃতীয় বিকল্প বুঝতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে দ্বিতীয় পক্ষে সত্তের

---

[৪] যোগেন্দ্রনাথবাগচী, *বালবোধিনী*, মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগচী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্, ১৯৭১, পৃঃ ৩১.

[৫] যোগেন্দ্রনাথবাগচী , *বালবোধিনী,* ১৯৭১পৃঃ ৩১ ,

[৬] ব্যাসতীর্থ, ন্যায়ামৃত, ২০২১, পৃঃ ১৪

অনধিকরণত্বকে অসত্ত্বের অনধিকরণত্বের বিশেষণ বলা হয় নি, কিন্তু তৃতীয়কল্পে অসত্তের অনধিকরণত্বের বিশেষণরূপে সত্তের অনধিকরণত্বকে গ্রহণ করা হয়েছে।[৭]

এরূপে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের ত্রিবিধ অর্থ উপস্থাপন করার পর পূর্বপক্ষী বলেছেন যে, উক্ত ত্রিবিধ অর্থের যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন তা যথার্থ হবে না। এখানে পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় হল, পঞ্চপাদিকাকারপ্রদত্ত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের অযথার্থতা প্রতিপাদন করা। পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করেছেন যে, যদি অদ্বৈতবেদান্তী সদসত্তানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের দ্বারা সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্তের অভাবকে বুঝে থাকেন, তা হলে, জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনের নিমিত্ত অদ্বৈতবেদান্তী যে অনুমান প্রয়োগ করেছেন সেই অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হবে। বিমতং জগত মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ, জড়ত্বাৎ, পরিচ্ছিন্নত্বাৎ- এরূপে অদ্বৈতী অনুমান প্রদর্শনের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস করেছেন। উক্ত অনুমানে পক্ষ হল জগত (বিবাদগ্রস্থ), সাধ্য হল মিথ্যাত্ব এবং হেতু হল দৃশ্যত্ব, জড়ত্ব এবং পরিচ্ছিন্নত্ব। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায়, মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যকে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবরূপ অর্থে অর্থাৎ প্রথম প্রকার বিকল্পে গ্রহণ করা হলে পূর্বোক্ত অনুমানত্রয় সিদ্ধসাধন দোষে দুষ্ট হবে। কোনও অনুমান গৃহীত হলে, সেই অনুমানের পক্ষে সাধ্য যদি পূর্বেই সিদ্ধ হয়ে থাকে এবং পুনরায় অনুমানের দ্বারা ঐপক্ষে ঐসাধ্যের অনুমান করা হয়, তা হলে সেইরূপ অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হয়ে থাকে।

এস্থলে সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত যে মিথ্যাত্বসাধক অনুমানের অবতারণা করেছেন তা মাধ্বসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু মাধ্ব সম্প্রদায়ের মতে জগৎ সৎস্বরূপ বা সদেকস্বভাব। মাধ্বমতে জগৎ সৎস্বরূপই হওয়ায় জগতে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবই থাকবে। সুতরাং মাধ্বমতে জগতরূপপক্ষে সত্ত্ববিশিষ্ট যে অসত্ত্ব সেই বিশিষ্ট পদার্থের অভাব সিদ্ধই হওয়ায়, অদ্বৈত বেদান্তী যদি মাধ্ব সম্প্রদায়ের নিকট অনুমান প্রমাণের দ্বারা তা প্রমাণ করার প্রয়াস করেন, তা হলে সিদ্ধসাধনতা দোষ অনিবার্য্য হবে। এই দোষ বলতে আচার্য বলেছেন,-

"নাদ্যঃ, সত্ত্বমাত্রাধারে জগতি সত্ত্ববিশিষ্টাসত্ত্বানভ্যুপগমাৎ, বিশিষ্টাভবসাধনে সিদ্ধসাধনাৎ।"[৮]

এটি বিষদরূপে বুঝতে হলে বিশিষ্টপদার্থের অভাব কীরূপে হয়, তা সর্বাগ্রে বলতে হয়। প্রসঙ্গত, বিশিষ্টপদার্থের অভাব তিন প্রকারে সম্ভব—

১. বিশেষ্যের অভাব হলে বিশিষ্ট পদার্থের অভাব হয়ে থাকে,

২. বিশেষণের অভাব হলে বিশিষ্ট পদার্থের অভাব হয়ে থাকে এবং

৩. আবার, বিশেষ্য-বিশেষণ এই দুইয়ের অভাব হলেও বিশিষ্ট্যের অভাব হয়ে থাকে। আলোচ্য স্থলে জগতে বিশেষ্যের অভাববশত সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব থাকবে।

পূর্বপক্ষী সদসত্তানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে সিদ্ধসাধন অতিরিক্ত অলীকপ্রতিযোগিক নামক অন্যবিধ দোষের উল্লেখ করেছেন। ন্যায়াদি শাস্ত্রমতে সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বরূপ প্রতিযোগীর অভাব বিদ্যমান থাকায়, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাবকে অলীক প্রতীযোগীক অভাব বলতে হবে। মাধ্বমতে অলীকপ্রতিযোগীক অভাব সিদ্ধ করা হলেও ন্যায়াদিমতে অলীকপ্রতিযোগীক অভাব স্বীকার করা হয় না, সুতরাং ন্যায়াদিমতে এইরূপ অভাব নিত্যান্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত অনুমান অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগীক দোষে দুষ্ট হবে।

অতঃপর, প্রথমপ্রকার পক্ষে পূর্বপক্ষী দোষ প্রদর্শন অনন্তর দ্বিতীয়প্রকার পক্ষে (সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্ব হইল সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়) দোষের অবতারণা করেছেন। পূর্বপক্ষী বলেছেন, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ প্রথম লক্ষণের দ্বিতীয়পক্ষও প্রথম পক্ষের ন্যায় নির্দোষ নয়। এইপক্ষে পূর্বপক্ষী মাধ্ব ত্রিবিধ দোষের উল্লেখ করেছেন। এই ত্রিবিধ দোষ হল, ব্যাঘাত, অর্থান্তর এবং সাধ্যবৈকল্য। এইপক্ষে, ব্যাঘাতরূপ দোষ দেখাতে পূর্বপক্ষী বলে থাকেন যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়ধর্ম পরস্পরবিরুদ্ধ বা পরস্পরবিরহস্বরূপ। দুইটি ধর্ম পরস্পরের বিরহস্বরূপ হলে একটির নিষেধ অপরটির দ্বারা ব্যাপ্ত হওয়ায় কোনও অধিকরণেই সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয় ধর্মের নিষেধ করা সম্ভব নয়। এর কারণ হল, কোনও অধিকরণে অসত্ত্ব সিদ্ধ করতে গেলেই সেই অধিকরণে

---

[৭] যোগেন্দ্রনাথবাগচী ,*বালবোধিনী* ১৯৭১, পৃঃ ৩২ "অথ বা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বে সত্যসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টম্। সতি সপ্তম্যাঃ সমানাধিকরণত্বার্থকত্বাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণোহসত্ত্বাত্যন্তাভাবোহর্থঃ।"

[৮] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* শীতাংশুশেখর ,বাগচী ,(.সম্পা)বারাণসী১৯৭১ ,তারা পাবলিকেশন্স্ ,, পৃঃ ৩২

সত্ত্বের অত্যান্তাভাব সিদ্ধ হয়ে যাবে। আবার, একইভাবে, সেই অধিকরণে সত্ত্ব সিদ্ধ করতে গেলেই, সেই অধিকরণে অসত্ত্বের অত্যান্তাভাব সিদ্ধ হয়ে যাবে। অতএব, কোনও অধিকরণে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হবার সত্ত্বেও যদি পুনরায় সেই অধিকরণে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব, অথবা কোনও অধিকরণে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হবার সত্ত্বেও যদি পুনরায় সেই অধিকরণে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব খুঁজতে যাওয়া হয়, তা হলে ব্যাঘাত দোষ উপস্থিত হবে। নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে এই মতের সমর্থনে একটি যুক্তির উত্থাপন করেছেন।[৯] এখানে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, মাধ্ব সম্প্রদায় সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরের বিরহরূপ স্বীকার করে এইরূপ বিকল্প উত্থাপন করেছেন।

সদসত্ত্বানধিকরণত্বটি যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় হয়, তা হলে অর্থান্তর দোষ হবে। এস্থলে পূর্বপক্ষী "কেবলো নির্গুণশ্চ"[১০] শ্রুতির অবতারণা করেছেন। এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য হল, শুদ্ধব্রহ্মচৈতন্যে যেহেতু নির্গুণ নির্বিশেষ, সেকারণে ব্রহ্মে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্বধর্মটি থাকতে পারে না এবং ব্রহ্ম নির্গুণ বলে তাতে এই বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্ব থাকতে পারবে না। এরূপে ব্রহ্মে সত্ত্বধর্মের অত্যন্তাভাব বর্তমান। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ হবার সত্ত্বেও তাতে সত্ত্বধর্ম না থাকলেও ব্রহ্মের সদ্রূপত্বের কোনও হানি ঘটতে পারে না। অপরদিকে ব্রহ্মে বাধ্যত্বরূপ ধর্ম থাকতে পারে না বলে তাতে বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বধর্মের অত্যন্তাভাবও বর্তমান। সুতরাং এইরূপে নির্গুণ নির্ধর্মক ব্রহ্মে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুটি ধর্মের অত্যন্তাভাব পরিদৃষ্ট হবে। এরূপে ব্রহ্মে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়রূপ ধর্মের অত্যন্তাভাব থাকলেও সিদ্ধান্তী ব্রহ্মকে অসৎরূপ না বলে সৎরূপই বলে থাকেন। একইভাবে, প্রপঞ্চেও সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ধর্মের অত্যন্তাভাব থাকায় প্রপঞ্চে সদ্রূপত্ব থাকবে না কেন? সিদ্ধান্তী কিন্তু কখোনই প্রপঞ্চকে সৎ বলতে পারেন না, বরং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধির নিমিত্তই মিথ্যাত্বসাধ্যক অনুমানসহিত মিথ্যাত্ব পদের লক্ষণ আলোচনা করতে সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপে মিথ্যাত্বের লক্ষণ করেছেন। তা হলে, যদি সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়, প্রপঞ্চ মিথ্যাত্বসিদ্ধির নিমিত্ত যে আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে মিথ্যাত্বের বিরোধী প্রপঞ্চে সদ্রূপত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রপঞ্চের যে প্রকার মিথ্যাত্ব সিদ্ধান্তী সিদ্ধ করতে প্রয়াস করেছিলেন, তা সিদ্ধ না হয়ে তার বিপরীত অর্থ সিদ্ধ হওয়ায় অর্থান্তরতা দোষ হবে।[১১]

দ্বিতীয় বিকল্পে অর্থান্তরতা দোষ প্রদর্শন অনন্তর পূর্বপক্ষী সাধ্যবৈকল্য নামক তৃতীয় দোষের উল্লেখ করেছেন। কোনও অনুমানে প্রযুক্ত দৃষ্টান্তে যদি সেই অনুমানের সাধ্য উপস্থিত না থাকে, তা হলে সেই অনুমানে সাধ্যবৈকল্য দোষ ঘটে। এইস্থলে, সিদ্ধান্তী জগন্মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে যে অনুমান প্রদান করেছেন, সেই উক্ত অনুমানের শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ সাধ্যটি বর্তমান নয়। কারণ, শুক্তিরূপ দৃষ্টান্ত বাধিত হওয়ায় তাতে অবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকলেও বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্বের অভাব অসম্ভব হওয়ায়, শুক্তিরজতরূপ অনুমানের দৃষ্টান্তে সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় থাকতে পারে না, বরং সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ সাধ্যের অভাবই থাকবে। সেই কারণে, সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই দুই ধর্মকে সাধ্য বলা হলে মাধ্বমতে শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকলেও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকতে পারে না। কারণ, ভ্রমীয় বিষয় অসৎ-ই হওয়ায় সেখানে অসত্ত্বই বিদ্যমান হওয়ায় তাতে অসত্তের অত্যন্তাভাব থাকতে পারবে না। ফলতঃ সেইস্থলে ধর্মদ্বয়ের অভাবই থাকায় মাধ্বমতে অনুমানের দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হবে। দ্বিতীয় বিকল্পে সাধ্যবিকল্প দোষ প্রদর্শনে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন,-

"ন দ্বিতীয়ঃ, সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকাভাবেহপরসত্ত্বাবশক্যত্বেন ব্যাঘাতাৎ, নির্দ্ধর্মকব্রহ্মাবৎ সত্ত্বরাহিত্যেহপি

---

[৯] "পরস্পরবিরোধে হি ন প্রকারান্তরস্থিতিঃ। নৈকতাপি বিরুদ্ধানামুক্তিমাত্রবিরোধতঃ।।" (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ৩/৮)

[১০] "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা
কর্মাধাক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

[১১] যোগেন্দ্রনাথবাগচী ,*বালবোধিনী*১৯৭১ ,, পৃঃ ৩২, "ব্যাঘাতমুক্ত্বা অর্থান্তরমাহ – নির্ধম্মকেত্যাদি। "কেবলো নির্গুণশ্চে"তি শ্রুতা যথা শুদ্ধে ব্রহ্মণি বাধ্যত্বাভাবরূপং সত্ত্বং ধর্ম্মঃ নাঙ্গীক্রিয়তে, সত্ত্বধর্মরাহিত্যস্য সদ্রূপত্বানুপমর্দকত্বাৎ ব্রহ্মণি সত্ত্বাত্যন্তাভাব বর্ত্ততে; তথা ব্রহ্মণি বাধ্যত্বরূপমসত্ত্বং যৎ ত্রৈকালিকপারমার্থিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং তদ্ধর্ম অপি নাস্তি, ব্রহ্মণো অপি বাধ্যত্বে অবিদ্যাদীনাং ভাসকত্বরূপসাক্ষীত্বং ন স্যাৎ, তথা চ জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গাৎ।"

সদ্রূপত্বেনামিথ্যাত্বোপপত্ত্যার্থান্তরাচ্চ, শুক্তিরূপ্যেহবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকস্য সত্ত্বেহপি বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য ব্যতিরেকাসিদ্ধয়া সাধ্যবৈকল্যাচ্চ।"[১২]

অতঃপর, পূর্বপক্ষী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণের তৃতীয় বিকল্পে দোষ প্রদর্শনে বলেছেন, দ্বিতীয় বিকল্পের ন্যায় তৃতীয় বিকল্পেও পূর্বোক্ত ত্রিবিধ (ব্যাঘাত, অর্থান্তর এবং সাধ্যবৈকল্য) দোষ বিদ্যমান। পূর্বপক্ষসম্মত তৃতীয় বিকল্পের দোষ উপস্থাপনে সিদ্ধিকার বলেছেন, "অতএব ন তৃতীয়ঃ, পূর্ববৎ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাচ্চেতি চেত।"[১৩] টীকাকার তৃতীয় বিকল্পের দোষ উত্থাপনে বলেছেন, "যথা দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ দূষণত্রয়গ্রস্তত্বাৎ ন সমীচীনস্তথা অয়ং তৃতীয় অপি কল্পঃ দূষণত্রয়গ্রস্তত্বাদেব ন সমীচীনঃ। কল্পসাস্য দূষণত্রয়গ্রস্তত্বং দর্শয়তি- পূর্ববদ্ব্যাঘাতাৎ ইত্যাদিনা।"[১৪] এর তাৎপর্য হল যে, পূর্বোল্লিখিত সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব ধর্মদ্বয়রূপ বিকল্পপক্ষে যেরূপ ব্যাঘাত দোষ হয়, সত্ত্ববিশিষ্ট অসত্ত্ব বিশিষ্টদ্বয় সাধ্যপক্ষেও সেরূপ দোষ হবে। এর কারণ হল, সত্ত্বধর্মটি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ এবং অসত্ত্ব ধর্মটি সত্ত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ। এরূপে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবই সত্ত্ব হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যাভাব থাকতেই পারে না। সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণের তৃতীয় অর্থ হল সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ব। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি যে অসত্ত্বাত্যন্তাভাব তাই মিথ্যাত্ব। সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ব বস্তুতপক্ষে অসত্ত্বই হওয়ায়, 'সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ব'-রূপ তৃতীয়পক্ষ অসত্ত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবে পর্যবসিত হবে। এইমত অনুসারে বলতে হবে যে অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব একত্র উপস্থিত থাকবে। অভাব এবং তার প্রতিযোগীর সহাবস্থান কোনও সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন অভাব এবং তার প্রতিযোগির একত্র অবস্থান লক্ষণবিরোধ। অতএব, কোনও স্থলে অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব সহানবস্থান স্বীকৃত হলে, সেটিও একইপ্রকারে লক্ষণ বিরোধী হবে। সুতরাং সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্ব ধর্মটি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপ ধর্মে বিশেষণ হতে পারে না। কাজেই, এইরূপ বিশিষ্ট ধর্মকে মিথ্যা বলা হলে সেই পক্ষে ব্যাঘাত দোষ অনিবার্য হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বিকল্পে যেরূপে ব্যাঘাত দোষ ছিল, এই তৃতীয়কল্পে সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপে মিথ্যাত্বকে গ্রহণ করলেও সেই একইপ্রকারে ব্যাঘাত দোষ অনিবার্য হয়ে পড়বে।[১৫]

তৃতীয়কল্পে প্রথম দোষ উত্থাপন অনন্তর পূর্বপক্ষী বলেন, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বকে সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপে গ্রহণ করলে অর্থান্তর দোষ অনিবার্য। এটি প্রতিপাদনে টীকাকার বলেছেন, "সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে অপি নির্দ্ধর্ম্মকব্রহ্মণঃ যথা মিথ্যাত্ব বিরোধিসদ্রূপতা তথা প্রপঞ্চস্যাপি মিথ্যাত্ববিরোধিসদ্রূপত্বেনাপ্যুপপত্ত্যা অর্থান্তরাৎ।" নিধর্মক ব্রহ্মে সত্ত্বরূপ ধর্মের অভাবই বিদ্যমান। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মচৈতন্য সৎস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মচৈতন্যে সদ্রূপতা বিদ্যমান। অনুরূপভাবে প্রপঞ্চেও সদ্রূপত্ব থাকতে পারে। কারণ প্রপঞ্চও সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং এইরূপ ধর্মকে মিথ্যাত্ব বলা হলে যে প্রকার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হবে সেইপ্রকার মিথ্যাত্ব সিদ্ধি সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে প্রপঞ্চে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকায় প্রপঞ্চেও সদ্রূপতারই সিদ্ধি হয়ে যাবে। কিন্তু প্রপঞ্চের সদ্রূপত্ব সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হতে পারে না। সুতরাং মিথ্যা শব্দের সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপ তৃতীয় অর্থ স্বীকার করলেও অর্থান্তরতা দোষ আবশ্যক হয়ে পড়বে।

আবার, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বকে সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপে গ্রহণ করলে এই তৃতীয়কল্পেও দ্বিতীয়কল্পের ন্যায় সাধ্যবিকল দোষ আবশ্যক হয়ে পড়বে। এজন্যে টীকাকার বলেছেন, "এবং দৃষ্টান্তস্য শুক্তিরজতস্য মাধ্বমতে অসত্ত্বেনাসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপবিশেষ্যাংশস্য শুক্তিরজতে অভাবেন সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে

---

[১২] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* ,(.সম্পা)শীতাংশুশেখর বাগচী ,বারাণসী১৯৭১ ,তারা পাবলিকেশন্স্ ,, পৃঃ ৩২-৩৩

[১৩] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* ,(.সম্পা)শীতাংশুশেখর বাগচী ,বারাণসী১৯৭১ ,তারা পাবলিকেশন্স্ ,, পৃঃ ৩৩

[১৪] যোগেন্দ্রনাথবাগচী ,*বালবোধিনী* ১৯৭১, পৃঃ ৩৩

[১৫] যোগেন্দ্রনাথবাগচী, *বালবোধিনী*১৯৭১ , পৃঃ ৩৩, "ধর্মদ্বয়সাধ্যপক্ষ ইব বিশিষ্টসাধ্যপক্ষে অপি পরস্পরবিরহরূপয়োঃ সত্ত্বাত্যন্তাভাবাসত্ত্বাত্যন্তাভাবয়োঃ ধর্ম্ময়োর্বিশেষণবিশেষ্যভাবা অযোগাদ্ব্যাঘাতঃ।"

সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বরূপবিশিষ্টস্য সাধ্যস্যাভাবাৎ সাধ্যবৈকল্যম্।"[১৬] জগতমিথ্যাত্বের নিমিত্তে যে অনুমান গৃহীত হয়েছিল, মাধ্বমত অনুসারে সেই অনুমানের শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে অসত্ত্বই বিদ্যমান। ফলতঃ শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে, মাধ্বমত অনুসারে অসত্ত্ব থাকায়, তাতে পুনরায় অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকতে পারে না। সুতরাং অসত্তের অত্যন্তাভাবরূপ বিশেষ্যাংশে শুক্তিরজতের অভাবই থাকায় সেটিতে বিশিষ্ট ধর্মটির অভাব থাকবে। যেহেতু বিশিষ্টের অভাব তিন প্রকারে হতে পারে- বিশেষ্যের অভাববশত, অথবা বিশেষণের অভাববশত, অথবা উভয়ের অভাববশত বিশিষ্টের অভাব হয়ে থাকে। আলোচ্যস্থলে বিশেষ্যের অভাববশত বিশিষ্টের অভাব হবে। এইরূপে শুক্তিরজতরূপ দৃষ্টান্তে বিশিষ্ট সাধ্যটি না থাকায় এই বিকল্পেও দৃষ্টান্ত সাধবিকল হবে। এইরূপে পূর্বপক্ষী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথমলক্ষণের তিনটি অর্থ উপস্থাপনপূর্বক উক্ত অর্থত্রয় খণ্ডন করেছেন। উক্ত অর্থত্রয় খণ্ডিত হওয়ায় পঞ্চপাদিকায় উক্ত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণটি আর গ্রহণযোগ্য হতে পারবে না। এই দূষণত্রয়ের প্রতিপাদনেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন, "অতএব্ ন তৃতীয়ঃ পূর্ববৎ ব্যাঘাতাৎ, অর্থান্তরাৎ সাধ্যবৈকল্যাচ্চেতি চেত?"[১৭] এপ্রকারে সদসত্তানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ খণ্ডনার্থে পূর্বপক্ষী বিভিন্ন দোষ প্রদর্শন করে দেখান যে, সদসত্তানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণ যথার্থ নয়।

পূর্বপক্ষ খণ্ডন ও সিদ্ধান্তপক্ষ উপস্থাপন:

পঞ্চপাদিকাকারপ্রদত্ত সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ খণ্ডনের জন্য পূর্বপক্ষী উক্ত লক্ষণের ত্রিবিধ অর্থ প্রদর্শন করে প্রতিপাদন করেছেন যে, মিথ্যাত্বকে সত্ত্ব বিশিষ্ট অসত্ত্বের অভাব, বা সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়, কিংবা সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাব- এই অর্থত্রয়ের যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন তা দোষদুষ্ট হবে। এখন, বলা হচ্ছে যে, পূর্বপক্ষী প্রদর্শিত দোষসমূহ যথার্থ নয়। এই অভিপ্রায়েই সিদ্ধান্তী বলেছেন "মৈবম্;"।[১৮] অতঃপর সিদ্ধান্তী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের ত্রিবিধ অর্থের দ্বিতীয় অর্থকে অর্থাৎ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়কে গ্রহণ করে বলেছেন এইরূপ পক্ষে কোনও দোষ নেই। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় বিকল্প অবলম্বন করে সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষী প্রদর্শিত দোষসমূহের খণ্ডন করে মিথ্যাত্ব প্রথমলক্ষণ প্রতিপাদন করেছেন। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে, সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণের অর্থ সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়কে গ্রহণ করলে, ব্যাঘাত, অর্থান্তর ও সাধ্যবৈকল্য অথবা অপ্রসিদ্ধ প্রতিযোগিক কোনও দোষেরই আশঙ্কা থাকবে না।

পঞ্চপাদিকাকারপ্রদত্ত মিথ্যাত্বপ্রথম লক্ষণের অর্থ বিশ্লেষণ করতে পূর্বপক্ষী ত্রিবিধ অর্থের অবতারণা করে বলেছেন কোনও অর্থই যুক্তিসংগত হবে না। পূর্বপক্ষী আরও বলেছেন, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একটির অভাব স্বীকার করলে অপর ধর্মের সত্ত্বা স্বীকৃত হয়ে পড়ে; ফলতঃ উভয় ধর্মদ্বয়ের পরস্পরের অভাব স্বীকার করলে ব্যাঘাত হয়। সিদ্ধান্তীমতে, পূর্বপক্ষীর এই দাবী যথার্থ নয়। সেকারণে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন, "ন চ ব্যাহতিঃ;" ইত্যাদি।[১৯] অতঃপর, মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষণের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী যে ত্রিবিধ দোষ প্রদর্শন করেছিলেন তা সিদ্ধান্তী যথাক্রমে খণ্ডন করেছেন। প্রথমতঃ, ব্যাঘাত দোষ খণ্ডনের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীকে প্রশ্ন করছেন,- ১. সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের পরস্পরবিরহস্বরূপ হওয়ার জন্য কী উক্ত ব্যাঘাত হচ্ছে? অথবা ২. সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্মদ্বয় পরস্পরের বিরহের ব্যাপক বলে কী ব্যাঘাত হচ্ছে? অথবা ৩. সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরেরবিরহের ব্যাপ্য বলে কী সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপ প্রথম লক্ষণের সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় পক্ষে ব্যাঘাত হচ্ছে? এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে সিদ্ধিকার জিজ্ঞেস করেছেন— "সা হি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া বা, পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া বা।"[২০] সিদ্ধিকারের এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে বালবোধিনীকারও প্রশ্ন করছেন— "সা হি প্রদর্শিতা ব্যহতিঃ কিং সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহরূপতয়া? (১) সত্ত্বস্যাভাবঃ অসত্ত্বমসত্ত্বস্যাভাবঃ সত্ত্বমিতি

---

[১৬] যোগেন্দ্রনাথবাগচী ,*বালবোধিনী*১৯৭১ , পৃঃ ৩৩

[১৭] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* ,(.সম্পা)শীতাংশুশেখর বাগচী ,বারাণসী১৯৭১ ,তারা পাবলিকেশন্স্ , পৃঃ ৩৩

[১৮] মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, শীতাংশুশেখর বাগচী(সম্পা.), বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্, ১৯৭১, পৃঃ ৩৪

[১৯] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি*শীতাংশুশেখর বাগচী , ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্পৃঃ ৩৪ ,১৯৭১ ,

[২০] তদেব,

পরস্পরাভাবরূপতয়া ব্যাঘাত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথ বা (২) পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া ? সত্তাভাববব্যাপকমসত্ত্বম্ অসত্ত্যাভাববব্যাপকং সত্ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। অথ বা (৩) পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া ? সত্ত্বাভাববব্যাপ্যমসত্ত্বমসত্ত্বাভাববব্যাপ্যং সত্ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ। প্রদর্শিতরূপত্রয়ং কিং ব্যাঘাতরূপতর্কং হেতুরিত্যর্থঃ।"[২১]

তন্মধ্যে প্রথম বিকল্প যথার্থ নয়, তা প্রতিপাদনের নিমিত্তে গ্রন্থাকার মদুসূদন সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে বলেছেন "[তত্র] ন আদ্যঃ, তদনঙ্গীকারাৎ।"[২২] সিদ্ধান্তীমতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপধর্ম বা ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগীধর্মরূপে সত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু পূর্বপক্ষী মাধ্ব এরূপে সত্ত্ব কিংবা অসত্ত্বকে গ্রহণ করেন না, তাঁরা সত্ত্বের অভাব অসত্ত্ব এবং অসত্ত্বের অভাব সত্ত্ব এরকম মত স্বীকার করে থাকেন। এপ্রসঙ্গে টীকাকার বলেছেন, "তথা হি অত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বব্যতিরেকো নাসত্ত্বম্, কিন্তু ক্বচিদপি উপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বানধিকরণত্বম্; তদ্ব্যতিরেকশ্চ সাধ্যত্বেন বিবক্ষিতঃ।"[২৩] অর্থাৎ সিদ্ধান্তী কখনও সত্ত্বের ব্যতিরেক বা সত্ত্বের অভাবকে অসত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন না। বরং কোনও প্রকার ধর্মনিষ্ঠ সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়ত্বের অনধিকরণত্বকে সিদ্ধান্তী অসত্ত্ব বলেছেন। অর্থাৎ অসত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে সিদ্ধান্তী বলেছেন, সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বের অনধিকরণ হওয়া। অর্থাৎ কোনও স্থলে যা সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বের অধিকরণ হয় না তা অসত্ত্ব। এর তাৎপর্য হল, সিদ্ধান্তীমতে প্রতীয়মানত্বের অভাবকেই অসত্ত্বরূপে বুঝতে হবে। যেমন, শশবিষাণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি স্থলে সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বের অভাবই বিদ্যমান। কিন্তু ঘটদি পদার্থে সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব ধর্মই বর্তমান। এস্থলে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ঘটাদি বস্তু সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে, কিন্তু শশবিষাণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ সদ্রূপে প্রতীয়মান হয় না কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সিদ্ধান্তিমতে ব্রহ্ম অতিরিক্ত অন্য কোনও পদার্থের নিজস্ব্য সত্ত্বা থাকতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল সদ্রূপে প্রতীয়মান পদার্থই বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মে অধ্যস্থ এবং ব্রহ্মের সৎস্বরূপের তাদাত্ম্যধ্যাসবশতঃই ঘটাদি পদার্থসমূহ সৎরূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মের সদ্রূপত্বের জন্যই ব্রহ্মে অধ্যস্থ বস্তুসকল সদ্রূপে প্রতীত হয়ে থাকে। সুতরাং, একইভাবে ব্রহ্মের সদ্রূপত্বের দ্বারাই ঘটাদি বস্তুসকলের সত্ত্বাবোধ হয়ে থাকে। পরন্তু, শশবিষাণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি সদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যে আরোপিত নয় বলে তারা সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতির বিষয় হতেই পারে না। এই অভিপ্রায়েই টীকাকার বলেছেন- "শশবিষাণাদীনাং ব্রহ্মণ্যনারোপিতত্বেন সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতের্বিষয়ত্বাভাবাৎ। ঘটাদিদৃশ্যানাং তু সদ্রূপে ব্রহ্মণি তাদাত্ম্যেনারোপিতত্বাৎ সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বসম্ভবাৎ।"[২৪]

অপরপক্ষে, সিদ্ধান্তীর মতে, যেকোনো দৃশ্যমান বস্তু সৎ ব্রহ্মে আরোপিত, অর্থাৎ জগতে যা দৃশ্যমান, তা ব্রহ্মের উপরে প্রক্ষেপিত মাত্র। এই কারণে সমস্ত দৃশ্য পদার্থে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতি বর্তমান। তবে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরোধী নয়; বরং একটির চূড়ান্ত অভাব ঘটলেই অপরটির উপস্থিতি লক্ষিত হয়। অর্থাৎ, যদি কিছুর সত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়, তবে তার অসত্ত্ব বিদ্যমান থাকবে; এবং একইভাবে যদি কিছুর অসত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়, তবে তার সত্ত্ব থাকবে। পূর্বপক্ষীর মতে, একই অধিকরণে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব স্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দেখা দেবে। কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে, পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরের বিরোধী না হওয়ায় সত্ত্বের অত্যন্তাভাব হলেই অসত্ত্ব থাকবে এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব থাকলেই সত্ত্ব থাকবে এটি বলা যাবে না। অতএব, সিদ্ধান্তী সদসত্ত্বানধিকরণরূপ মিথ্যাত্বপ্রথমলক্ষকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপে স্বীকার করেছেন এবং পূর্বপক্ষের আপত্তিকে নস্যাৎ করেছেন। (এটি আদ্বৈত বেদান্তের মিথ্যাত্ব বিষয়ক দার্শনিক ব্যাখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যাহা অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থিত করে।)

---

[২১] যোগেন্দ্রনাথবাগচী, বালবোধিনী, মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি-র অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগচী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্, ১৯৭১, পৃঃ ৩৪

[২২] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি* শীতাংশুশেখর ,বাগচী ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্পৃঃ ৩৪ ,১৯৭১ ,

[২৩] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি*শীতাংশুশেখর বাগচী , ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্-পৃঃ ৩৪ ,১৯৭১ ,৩৬

[২৪] যোগেন্দ্রনাথবাগচী, বালবোধিনী, মধুসূদন সরস্বতী, অদ্বৈতসিদ্ধি-র অন্তর্গত, শীতাংশুশেখর বাগচী (সম্পা.), প্রথম খণ্ড, বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্, ১৯৭১, পৃঃ ৩৫

এক্ষণে, সিদ্ধান্তী যদি সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ধর্মদ্বয়কে পরস্পর বিরহরূপে স্বীকার না করে থাকেন, তা হলে সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব ধর্মদ্বয় কীরূপ? এইপ্রসঙ্গে, সত্ত্বের এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ সাধ্য বস্তুতঃপক্ষে ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি কচ্চিদপি সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বে পর্য্যবসিত হবে। ফলতঃ, সিদ্ধান্তীর মতে সত্ত্ব হবে ত্রিকালাবাধ্যত্বই। সুতরাং সিদ্ধান্তীর মতানুসারে সত্ত্বাত্যন্তাভাব ত্রিকালাবাধ্য বিলক্ষণত্ব ধর্মে পর্য্যবসিত হবে। কোনও উপাধিতে সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বের অভাবই অসত্ত্ব। সুতরাং কোনও উপাধিতে সদ্রূপের প্রতীয়মানত্বকেই সিদ্ধান্তী অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বলেছেন। এই তাৎপর্যেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন- "তথা চ ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপং সাধ্যং পর্য্যবসিতম্।"[২৫]

দ্বিতীয় বিকল্পটির এইরূপ পর্যবসিত রূপ গ্রহণ করলে প্রশ্ন হবে যে, উক্ত পর্যবসিত রূপের অন্তর্ভুক্ত বিলক্ষণত্ব ধর্মের দ্বারা কী ভেদই প্রকৃতপক্ষে বিবক্ষিত হচ্ছে? যদি তা প্রকৃত ভেদ হয়ে থাকে, তবে এটি স্পষ্ট যে, সত্ত্বপ্রতিযোগিকভেদ এবং অসত্ত্বপ্রতিযোগিকভেদ- এই দু'প্রকার ধর্মকেই জগতের মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য বলে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যদি এটি সত্য হয়, তবে পরবর্তী গ্রন্থের পরবর্তী অংশে যে সৎপ্রতিযোগিকভেদ এবং অসৎপ্রতিযোগিকভেদ এই দুই ধর্মকে সাধ্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা এই বিকল্পের সহিত পুনরুক্তির দোষে দুষ্ট হবে। এমন পুনরুক্তি দোষের আশঙ্কায় যদি বলা হয় যে, এস্থলে বিলক্ষণত্ব ধর্ম দ্বারা প্রকৃত ভেদ নির্দেশিত হচ্ছে না, বরং কেবলমাত্র অত্যন্তাভাবই বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে, তা হলেও একটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হবে। কারণ, এই দ্বিতীয় বিকল্পের সূচনাতেই বলা হয়েছিল যে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ই এই বিকল্পে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বিকল্পের পর্যবসিত অর্থ নির্ধারণ করা হল, তখন সিদ্ধান্তী 'ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি কচ্চিদপি উপধৌ সত্ত্বেন প্রতীয়মানত্বরূপ বিশিষ্ট' ধর্মকে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য বলে অভিহিত করলেন।

ফলতঃ, সিদ্ধান্তী দ্বিতীয় বিকল্পের প্রারম্ভে দুটি পৃথক ধর্মকে সাধ্য বলেছেন, কিন্তু বিকল্পটির পর্যবসিত অর্থ নিরূপণের সময় কেবলমাত্র একটি বিশিষ্ট ধর্মকে সাধ্য বলেছেন। অতএব, দ্বিতীয় বিকল্পের প্রারম্ভে যে বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে, তার সঙ্গে উপসংহারে গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে সুস্পষ্ট অসঙ্গতি বর্তমান। শুধুমাত্র তাই নয়, যদি একটি মাত্র বিশিষ্ট ধর্মকে দ্বিতীয় বিকল্পের পর্যবসিত অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তবে সত্ত্বাত্যন্তাভাববত্বে সতি অসত্ত্বাত্যন্তাভাবরূপ বিশিষ্ট ধর্মই মিথ্যাত্ব- এরূপ যে তৃতীয় বিকল্প, তার সাথে দ্বিতীয় বিকল্পের কোনও প্রকৃত পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং, যদি এইরূপ পর্যবসিত অর্থ স্বীকৃত হয়, তবে দ্বিতীয় বিকল্প ও তৃতীয় বিকল্পের মধ্যে পুনরুক্তির দোষ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান থাকবে।

এরূপ পুনরুক্তির আপত্তির উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকারগণ বলেছেন এস্থলে 'ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সতি' এরূপ বিশেষণাংশে 'বিলক্ষণত্বকে' অত্যন্তাভাবরূপেই বুঝতে হবে। এখন সত্ত্বার অত্যন্তাভাবে যা বিদ্যমান অর্থাৎ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব বা সত্তাদাত্ম্যরূপ অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এরূপ উভয়ত্বের আশ্রয়ই বুঝতে হবে। সুতরাং ত্রিকালাবাধ্যত্বের অত্যন্তাভাব এবং সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব বা সত্তাদাত্ম্য এই দু'ধর্মই মিথ্যাত্বানুমানে সাধ্য হবে। এরূপে উভয় ধর্মই মিথ্যাত্বানুমানে সাধ্য হওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্প বিশিষ্ট ধর্মাত্মক তৃতীয় বিকল্পে পর্যবসিত হয়েছে, একথা বলা যাবে না। অতএব দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিকল্পের মধ্যে কোনো পুনরুক্তি থাকবে না।

তদনন্তর, 'এবং চ সতি'[২৬] এরূপ বিশেষ সন্দর্ভের দ্বারা সিদ্ধান্তী দ্বিতীয় বিকল্পে আশঙ্কিত সাধ্যবৈকল্য দোষ পরিহার করেছেন। পূর্বপক্ষী যদি বলেন যে, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্য দোষ উপস্থিত, তা হলে সিদ্ধান্তী ঐ সন্দর্ভের মাধ্যমে তার খণ্ডন করে উক্ত দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা অস্বীকার করেছেন। এই প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্তী স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্যবৈকল্যরূপ দোষ বিদ্যমান নয়। কারণ, যদি পূর্বপক্ষী এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, 'বাধ্যত্বই অসত্ত্ব' এবং 'অবাধ্যত্বই সত্ত্ব', তথাপি সিদ্ধান্তী এটি স্বীকার করবেন না। সিদ্ধান্তী ইতিপূর্বেই প্রমাণপূর্বক প্রদর্শন করেছেন যে, শুক্তিতে সত্ত্বাভাব ও অসত্ত্বাভাব—এই উভয় ধর্মই বর্তমান। কারণ, শুক্তিতে

---

[২৫] মধুসূদন সরস্বতী ,অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগচী ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ , ১৯৭১ ,পৃঃ ৩৫

[২৬] মধুসূদন সরস্বতী ,অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগচী ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ , ১৯৭১ ,পৃঃ ৩৬

'ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব' বিরাজ করে না, অর্থাৎ তা সর্বকালে অভ্যুৎপন্ন, অবিকৃত ও অবিকল না হওয়ার কারণে তাকে সত্ত্ব বলা যায় না। অপরপক্ষে, শুক্তিতে এমন 'সদ্রূপপ্রতীতির অযোগ্যত্ব'ও বিরাজ করতে পারে না, যা হলে তাকে অসত্ত্ব বলতে হত। অর্থাৎ, শুক্তি এমন বস্তু নয় যা কখনোই সত্যরূপে প্রতীত হবার যোগ্য নয়। সুতরাং, যাহা একান্তভাবে অসত্ত্ব ,'সদ্রূপপ্রতীতিযোগ্যত্ব' তার পরিপন্থী হল—'অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব' সেই—এবং তা শুক্তিরূপ্যে বর্তমান থাকায়, শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বপ্রকারক প্রতীতিবিষয়তা বজায় রইল। বস্তুতঃ, শুক্তিরূপ্য যে সদ্রূপে প্রতীয়মান হয়, এই বিষয়ে পূর্বপক্ষী ও সিদ্ধান্তীর মধ্যে কোনও মতভেদ পরিলক্ষিত হল না। অতএব, শুক্তিরূপ্যে যদি একদিকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব (সত্য নহে) এবং অপরদিকে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব (মিথ্যাও নয়) বর্তমান থাকে, তা হলে, সেখানে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য(সত্ত্বাত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বাত্যন্তাভাব) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে সিদ্ধান্তী স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্ত কখনোই সাধ্যবিকল বলে বিবেচিত হতে পারে না।[২৭]

সুতরাং, এই প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ না হওয়ায় সত্তের অভাব থাকলে অসত্ত্ব থাকবে এবং অসত্ত্বের অভাব থাকলে সত্ত্ব থাকবে, এরূপে ব্যাঘাত দোষ উত্থাপন করা যাবে। তা হলে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ না হওয়ায়, যেরূপ প্রপঞ্চে ব্যাঘাত দোষ হয় না, সেইরূপে শুক্তিরূপ্যে কোনও প্রকার ব্যাঘাত দোষ হবে না। সিদ্ধান্তীর এরূপ সমাধান ব্যক্ত করতে মূলাকার বলেছেন—"নাপি ব্যাঘাতঃ পরস্পরবিরহরূপত্বাভাবাৎ।"[২৮]

অতঃপর, বলা হচ্ছে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরের বিরহের ব্যাপকরূপেও সদসত্ত্বানধিকরণরূপ মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এরপূর্বে বলা হয়েছে যে, অদ্বৈতবেদান্তীর মতানুসারে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়কে সিদ্ধান্তী সদসত্ত্বের অনধিকরণত্বরূপ লক্ষণের তাৎপর্য বলেছেন। অর্থাৎ সিদ্ধান্তী অভিমতে, সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব এরূপ ধর্মদ্বয়ই সদসত্ত্বানধিকরণত্ব।

মিথ্যাত্বের এরূপ প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে যদি মাধ্ব সম্প্রদায় বা অন্য কোনও পূর্বপক্ষী ব্যাহতি দোষ উদ্ভাবন করেন, তবে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলবেন যে, যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহরূপ হত অথবা যদি সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরবিরহের ব্যাপক হত, কিংবা যদি উক্ত ধর্মদ্বয় সত্ত্ব এবং অসত্ত্বের বিরহব্যাপ্য হত, তা হলে ব্যাঘাত দোষের সম্ভবনা থাকত। কিন্তু এরপূর্বেই এটি পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করা হয়েছে যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহস্বরূপ নয়। এখন, পূর্বপক্ষী প্রদর্শন করছেন যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপকও হতে পারে না। অসত্ত্ব সত্ত্বাভাবের ব্যাপক হতে পারে না, কারণ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের শুক্তিরূপ্যে অভাব থাকলেও বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব শুক্তিরূপ্যে বিদ্যমান। এরূপে, বাধ্যত্বরূপ অসত্ত্ব ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক হলেও সিধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক নয়। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব যদি ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাবের ব্যাপক হত, তা হলে "যত্র যত্র ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বস্যাভাবঃ তত্র তত্র বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বম্"- এরূপ ব্যাপ্তি স্থাপন করা যেত। কিন্তু সিদ্ধান্তী প্রদর্শন করেছেন যে, শুক্তিরূপ্যে এরূপ ব্যাপ্তি থাকে না। সেইজন্যই টীকাকার বলেছেন,-

> "সত্ত্বাভাবস্য ব্যাপকমসত্ত্বম্ ন ভবতি, যতঃ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্যাভাববতি শুক্তিরজতে বাধ্যত্বরূপাসত্ত্বস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যাপকতালাভেহপি সিদ্ধান্তিনা বিবক্ষিতস্যাসত্ত্বস্য ক্বচিদপ্যুপাধৌ সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্বস্য শুক্তিরজতেহভাবাৎ ব্যাপকতাভঙ্গঃ।"[২৯]

এর কারণ, শুক্তিরূপ্যে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকলেও সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব থাকতে পারে না। সিদ্ধান্তী কোনও উপাধিতে সৎরূপে প্রতীতির অযোগ্যত্বকেই অর্থাৎ প্রতীত্যনহর্ত্যকেই অসত্ত্ব হিসাবে স্বীকার

---

[২৭] "তচ্চ শুক্তিরূপ্যে বর্ততে এব, শুক্তিরূপ্যস্য সত্ত্বপ্রকারকপ্রতীতিবিষয়ত্বানপায়াৎ। শুক্তিওরজতং সদিতি প্রতীতৌ বিবাদাভাবাৎ" যোগেন্দ্রনাথবাগচীশীতাংশুশ ,র অন্তর্গত-অদ্বৈতসিদ্ধি ,মধুসূদন সরস্বতী ,বালবোধিনী ,েখর বাগচী ,(.সম্পা) প্রথম খণ্ডপৃঃ ৩৭ ,১৯৭১ ,বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ ,

[২৮] মধুসূদন সরস্বতী ,অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগচী ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ , ১৯৭১ ,পৃঃ ৩৭

[২৯] যোগেন্দ্রনাথবাগচী ,র অন্তর্গত-অদ্বৈতসিদ্ধি ,মধুসূদন সরস্বতী ,বালবোধিনী ,শীতাংশুশেখর বাগচী ,(.সম্পা)প্রথম খণ্ড , পৃঃ ৩৭ ,১৯৭১ ,বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্

করেছেন। শুক্তিরজত কিন্তু সৎরূপে প্রতীতির যোগ্য। এইকারণে শুক্তিরজতে সৎরূপে প্রতীত্যনহর্ত্য বিদ্যমান থাকে। সুতরাং শুক্তিরজতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অভাব থাকলেও সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব থাকে না। কাজেই, "যেখানে যেখানে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব, সেই সেই স্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব" এরূপ ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে শুক্তিরজতে যেরূপ ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্ব থাকে না, সেইরূপ সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্ব না থাকায় শুক্তিরজতেই পূর্বোক্ত ব্যাপ্তির ব্যভিচার হয়ে থাকে। সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত অসত্ত্ব অলীক শশবিষাণাদিতেই আছে, কিন্তু শুক্তি রজতে নেই। এই তাৎপর্যেই অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলেছেন – "অত এব ন দ্বিতীয়োঽপি, সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্বব্যতিরেকস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যাভিচারাৎ।"[৩০]

সিদ্ধান্তী একইভাবে দেখান যে, সিদ্ধান্তীর অভিমত অসত্ত্বাভাব স্থলেও সত্ত্ব থাকায় সত্ত্বকেও অসত্ত্ব ব্যভিচারী বলতে হবে। যথা- ব্রহ্মচৈতন্যে সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্যতা থাকায় সদ্রূপে প্রতীত্যনহর্ত্যরূপ অসত্ত্বাভাবই বিদ্যমান, কিন্তু ব্রহ্মে অবাধ্যত্বরূপ সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্বও বিদ্যমান। এরূপে ব্রহ্মরূপ অসত্ত্বের অভাবস্থলে সত্ত্বথাকায় সিদ্ধান্তীর অভিমত সত্ত্বকে অসত্ত্ব ব্যভিচারী বলতে হবে। সুতরাং অসত্ত্ব ও সত্ত্বাভাবের ব্যাপক নয় এবং সত্ত্বও অসত্ত্বাভাবের ব্যাপক নয়। এইরূপে সত্ত্ব এবং অসত্ত্বরূপ ধর্মদ্বয় পরস্পরের বিরহের ব্যাপক না হওয়ায় দ্বিতীয় বিকল্প অবলম্বন করেও পূর্বপক্ষী প্রথম লক্ষণের বিরুদ্ধে ব্যাঘাত দোষ উত্থাপন করতে পারেন না।[৩১]

সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যে পরস্পরের বিরহের ব্যাপক হতে পারে না বলে ব্যাঘাত সম্ভব নয় এই বিষয় প্রতিপাদিত করবার পর সিদ্ধান্তী বলেছেন যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরবিরহের ব্যাপ্যরূপে গ্রহণ করেও মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণে ব্যাঘাত দোষ প্রদর্শন করা সম্ভব হবে না। এই কারণে টীকাকার বলেছেন, "সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপকতয়া ব্যাঘাতং পরিহৃত্য সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যতয়া ব্যাঘাতং দূষয়ন্নাহ- নাপি তৃতীয় ইতি।"[৩২] এস্থলে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব যদি পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্যও হয়, তথাপি একই ধর্মীতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভই ধর্মেরই অভাব সম্ভব হওয়ায় সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্যরূপে গ্রহণ করে ব্যাঘাত দোষের উপস্থাপন করা যাবে না। তাৎপর্য এই যে—যদি কেহ সত্ত্ব ও অসত্ত্বের পরস্পর বিরোধিতা প্রতিষ্ঠিত করে এমত প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন যে, উভয়ের পারস্পরিক বিরহ-ব্যাপ্যতার ফলে, একটি থাকলে অপরটির অনুপস্থিতি অনিবার্য এবং অপরটির অনুপস্থিতি থাকলে প্রথমটির উপস্থিতি অনিবার্য, তা হলে তার পূর্বে এটি স্পষ্ট করে দেখাতে হবে যে, সত্ত্বের অভাব থাকলে অবশ্যই অসত্ত্ব থাকবে, এবং অসত্ত্বের অভাব থাকলে অবশ্যই সত্ত্ব থাকবে।

মাধ্ব সম্প্রদায় বা পূর্বপক্ষী যদি এরূপ প্রদর্শন করতে চান যে, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য, তা হলে তাদেরকে যুক্তিপূর্বক ব্যাখ্যা করতে হবে যে, সত্ত্ব না থাকলে অর্থাৎ সত্ত্বের অভাব হলে অসত্ত্ব থাকবে এবং অসত্ত্ব না থাকলে অর্থাৎ অসত্ত্বের অভাব হলে সত্ত্ব থাকবে। এখানে, কেউ যদি পূর্বপক্ষীর সন্তোষার্থে এটি অনুমোদনও করেন, তথাপি সিদ্ধান্তপক্ষীর মতে এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, যেহেতু কোনও একটি নির্দিষ্ট ধর্মীতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব—উভয় ধর্মেরই একত্রে অভাব সম্ভবপর হতে পারে, সেহেতু কেবলমাত্র একটির অনুপস্থিতির দ্বারা অপরটির উপস্থিতি অনিবার্য বলে স্থাপন করা চলে না। এই বিষয়ে পূর্বপক্ষী যে দৃষ্টান্তটি দেন, তার অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করতে বলা হল—'গোত্ব' এবং 'অশ্বত্ব' পরস্পরের বিরহের ব্যাপ্য। অর্থাৎ যেই ধর্মীতে গোত্ব বর্তমান, সেখানে অশ্বত্ব অনুপস্থিত; এবং যেখানে অশ্বত্ব অনুপস্থিত, সেখানে গোত্ব বর্তমান। এরূপে উভয় ধর্মই পরস্পরবিরহের ব্যাপ্য। তথাপি, গোত্বের অভাব থাকলে অশ্বত্ব অবশ্যই থাকবে বা অশ্বত্বের অভাব থাকলে গোত্ব অবশ্যই থাকবে—এরূপ বলতে পারা যায় না। কেননা, যেমন উষ্ট্র, উষট্রাদি প্রাণীতে গোত্বও নেই, আবার অশ্বত্বও নেই। অর্থাৎ ঐ একটি

---

[৩০] মধুসূদন সরস্বতী ,অদ্বৈতসিদ্ধি, শীতাংশুশেখর বাগচী ,(.সম্পা)বারণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্ , ১৯৭১ ,পৃঃ ৩৭৩৮-

[৩১] "যথা সত্ত্বাভাববতি শুক্তিরূপ্যে বিবক্ষিতাসত্ত্বাভাবস্য বিদ্যমানত্বেন ব্যভিচার উক্তস্তথা অসত্ত্বাভাববতি ব্রহ্মণ্যবাধ্যত্বরূপসত্ত্বস্য বিদ্যমানত্বেন সত্ত্বস্যাপ্যসত্ত্বব্যভিচারিত্বমপি বোধ্যম্। তথা চ পরস্পরবিরহব্যাপকত্বরূপঃ দ্বিতীয়োঽপি বিকল্পঃ সর্বথা নিরস্তঃ।" যোগেন্দ্রনাথবাগচীঅদ্বৈতসিদ্ধ ,মধুসূদন সরস্বতী ,বালবোধিনী ,ি ,(.সম্পা) শীতাংশুশেখর বাগচী ,র অন্তর্গত-প্রথম খণ্ড , পৃঃ ৩৮ ,১৯৭১ ,বারাণসীঃ তারা পাবলিকেশন্স্

[৩২] তদেব

ধর্মীতেই উভয় ধর্মেরই অভাব বর্তমান। এভাবে যদি গোত্ব এবং অশ্বত্ব বিরহের ব্যাপ্য হয়ে থাকে, তথাপি উভয়ের অভাব একই ধর্মীতে সম্ভব হয়েও পরস্পর বিরহ-ব্যাপ্যতা দ্বারা কোনও ব্যাঘাতপ্রদর্শন সম্ভব হয় না। ঠিক সেভাবেই, শুক্তির মধ্যে যে 'শুক্তিরজতরূপ' প্রতীত হয়, তা এক বিশেষ অবস্থায় একত্রে সত্ত্বের অভাব (ত্রিকালাবাধ্যভাবে জ্ঞেয় সত্যরূপ অভাব) এবং অসত্ত্বের অভাব (অর্থাৎ উপাধিসাপেক্ষে সদ্রূপে প্রতীতযোগ্যত্বর অভাব) বহন করে থাকে। সুতরাং এক ও একই ধর্মীতে উভয়ের অভাব বিদ্যমান হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই কারণে, এইস্থলে কোনওরূপ ব্যাঘাত দোষ উৎপন্ন হতে পারে না। অর্থাৎ, যখন দুটি ধর্ম একে অপরের বিরহের ব্যাপ্য হয়, তখন উভয়েরই একত্র অনুপস্থিতি সম্ভব নয় বলে যেরূপ ধারণা করা হয়, তা সর্বত্র খাটে না। যদি বাস্তবে এক ও একই ধর্মীতে উভয়ের অনুপস্থিতি লক্ষিত হয়, তা হলে সেই দুটি ধর্মকে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলা অনুচিত হবে। সুতরাং, সত্ত্ব এবং অসত্ত্বকে যদি একত্র অভাবযোগ্য প্রতিপন্ন করা যায়, তা হলে তাহাদিগকে পরস্পরের অভাবের ব্যাপ্য বলে যেরূপ ব্যাঘাতদোষ প্রদর্শনের প্রচেষ্টা করা হয়, তা অকৃষ্ট ও অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে।[৩৩]

পূর্বপক্ষী আপত্তি করেছিলেন যে, মিথ্যাত্বকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলে উক্ত বিকল্পে ব্যাঘাত, অর্থান্তর এবং সাধ্যবিকল্প দোষ হবে। এরপূর্বেই এটি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, মিথ্যাত্বকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলে উক্ত বিকল্পে ব্যাঘাত দোষ হবে না। এখন, উক্ত বিকল্পে অর্থান্তর দোষের আপত্তি পরিহার করা হবে। পূর্বপক্ষী আপত্তি করেছিলেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য নির্ধমক বা নির্গুণ হওয়ায় তাতে বাধ্যত্বাভাবরূপ সত্ত্বধর্ম অঙ্গীকার করা যায় না, ব্রহ্মে অসত্ত্ব ধর্মও অঙ্গীকার করা যায় না। সুতরাং নির্ধমক ব্রহ্মচৈতন্যে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয়ের অভাব থাকলেও ব্রহ্মচৈতন্যের সদ্রূপত্ব বাধিত হয় না। অনুরূপভাবে, প্রপঞ্চে/জগতে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব উভয় ধর্মের রাহিত্ব থাকলেও তাতে সদ্রূপতা থাকবে না কেন? জগতে যদি সদ্রূপতাই থাকে তা হলে সদ্রূপতার বিরোধী মিথ্যাত্ব জগতে থাকতে না পারায় জগতের মিথ্যাত্বের সিদ্ধি না হয়ে তার সদ্রূপত্বরূপ অর্থান্তরের সিদ্ধি হয়ে যাবে। এই কারণেই পূর্বপক্ষী আপত্তি করেছিলেন যে, মিথ্যাত্বকে সত্ত্বের এবং অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয় বলা হলে অর্থন্তরতা দোষ হবে।

এইরূপ অর্থান্তরতা দোষ নিবারণ করতে সিদ্ধান্তী বলেছেন যে, এক সদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারাই সর্বত্র অর্থাৎ ঘটাদি সকল পদার্থে সৎপ্রতীতি উপপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মের সদ্রূপত্বের ন্যায় প্রপঞ্চের সদ্রূপতা কল্পনায় কোনও প্রমাণ নেই। প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের অন্তর্গত ঘটাদি পদার্থে যে সদ্রূপত্বের প্রতীতি হয়, তা ব্রহ্মের সৎ স্বরূপের দ্বারাই উপপন্ন হয়ে থাকে। প্রপঞ্চ যে সৎপ্রতীতি হয়, তা যে আধ্যাসিক এবং প্রপঞ্চে ব্রহ্মের সৎস্বরূপের অধ্যাসের ফলে হয়ে থাকে- অদ্বৈতী এরূপ মত প্রতিপাদন করে থাকেন। শুধু তাই নয় প্রপঞ্চে যদি ভিন্ন প্রকার সত্তা স্বীকার করা হত, তা হলে চৈতন্যে এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ সমূহে যে একই প্রকার সৎপ্রতীতি হয়, তা উৎপন্ন হতে পারত না। অর্থাৎ ব্রহ্মে এবং প্রপঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা স্বীকৃত হলে চৈতন্য এবং জগতের মধ্যে যে অনুগত সৎপ্রতীতি এবং অনুগত সদ্ব্যবহার হয়, তা উপপন্ন হতে পারবে না। এটিই জগতের পৃথক সত্ত্বা স্বীকারের বিরুদ্ধে বাধকযুক্তিস্বরূপ। অতএব সিদ্ধান্তী প্রতিপাদন করলেন যে, প্রপঞ্চে ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্ত্বা স্বীকারে কোনও সাধক প্রমাণ নেই, বরং বাধক প্রমাণই বিদ্যমান। অতএব্, প্রপঞ্চের সদ্রূপত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অর্থান্তরতা দোষেরও কোনো সম্ভবনা থাকবে না।[৩৪]

শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্তে সত্ত্ব এবং অসত্ত্ব এই উভয়ধর্মেরই অত্যন্তাভাবই বিদ্যমান। কারণ, শুক্তিরূপ্যরূপ দৃষ্টান্ত 'নায়ং সর্পঃ কিন্তু রজ্জুঃ' এরূপ প্রতীতির দ্বারা বাধিত হয় বলে তাতে ত্রিকালাবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বের অত্যন্তাভাব বিদ্যমান এবং সেটি সদ্রূপে প্রতীতিযোগ্য বলে শুক্তিরূপ্যে সত্ত্বেন প্রতীত্যনর্হত্যম্রূপ অসত্ত্বেরও অভাব বিদ্যমান। এরূপে

---

[৩৩] মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ১৯৭১, পৃঃ ৩৮-৩৯, "নাপি তৃতীয়ঃ, তস্য ব্যাঘাতাপ্রয়োজকত্বাৎ গৌত্বাশ্বত্বয়োঃ পরস্পরবিরহব্যাপ্যত্বেহপি তদভাবয়োঃ উষ্ট্রাদাবেকত্র সহোপলম্ভাৎ।"

[৩৪] মধুসূদন সরস্বতী ,*অদ্বৈতসিদ্ধি*-পৃঃ ৩৯ ,১৯৭১ ,৪০" ,যচ্চ নির্ধর্মকস্য ব্রহ্মণঃ সত্ত্বরাহিত্যেহপি সদ্রূপত্ববৎপ্রপঞ্চস্য সদ্রূপত্বেনামিথ্যাত্বোপপত্ত্যাহর্থান্তরমুক্তম্ সর্বত্র [সত্ত্বেন] একেনৈব সর্বানুগতেন ,তন্ন --সৎপ্রতীত্যুপপত্তৌ ব্রহ্মবৎ প্রত্যেকং প্রপঞ্চস্য সৎ স্বভাবতাকল্পনে মানাভাবাৎ"অনুগতপব্যবহারাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। ,

শুক্তিতে সত্ত্বাত্যন্তাভাব এবং অসত্ত্বাত্যন্তাভাব এই উভয় ধর্মদ্বয়ই থাকায় তাতে মিথ্যাত্বানুমানের সাধ্য রয়ে গেল। ফলে মিথ্যাত্বের অর্থরূপে দ্বিতীয় বিকল্প গৃহীত হলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হবে না।

পরিশেষে একথা বলতে হবে যে, সিদ্ধান্তিগৃহীত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণটি যথাযথ এবং যুক্তিপুর্ণ, তাতে কোনও দোষ নেই। মিথ্যাত্বের এই লক্ষণের অর্থ বিশ্লেষণের দ্বারা এটি প্রতিপাদিত হয় যে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী নয়। এই মতে, সত্ত্ব না থাকলে অসত্ত্ব হবে কিংবা অসত্ত্ব না থাকলে যে সত্ত্ব হবে এরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ, অদ্বৈতী মনে করেন, সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব। এই অর্থে মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণকে—'সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব'- এরূপে গ্রহণ করলে সেখানে কোনও দোষ হবে না। এখন, সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনন্তর খণ্ডন করে এমত প্রতিপাদন করেছেন যে, শুক্তিরূপ্য এরূপ দৃষ্টান্তে উক্ত মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণ যথার্থভাবে বিদ্যমান। কারণ, "ত্রিকালাবাধ্যবিলক্ষণত্বে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব" এবং "সদ্রূপে প্রতীয়মানত্বে অসত্ত্বের অত্যন্তাভাব"—এই ধর্মদ্বয় পরস্পরবিরোধী নয়; শুক্তিরূপ্যরূপ স্থলে উক্ত ধর্মদ্বয় একত্রে বিদ্যমান। অর্থাৎ, এই প্রতিবেদনে মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের অর্থ প্রতিপাদনের নিমিত্ত মিথ্যাত্বকে সত্ত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্ত্বের অত্যন্তাভাবরূপ ধর্মদ্বয়পক্ষে গ্রহণ করলে তা দোষবর্জিত ও যুক্তিসঙ্গত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্য। শারীরকমীমাংসাভাষ্য। স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, বেদান্তদর্শনম্, (অনুবাদক), চিদ্‌ঘনানন্দ(সম্পা.)। প্রথম অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, জুলাই ২০১৭

২. কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্য। শারীরকমীমাংসাভাষ্য। পদ্মপাদাচার্য, পঞ্চপাদিকা, প্রকাশাত্মযতি, বিবরণ, সর্বজ্ঞ বিষ্ণুভট্ট, ঋজুবিবরণ, অখণ্ডানন্দমুনি, তত্ত্বদীপন, বাচস্পতি মিশ্র, ভামতী, অখণ্ডানন্দমুনি, ঋজুপ্রকাশিকা, চিৎসুখাচার্য, ভাষ্যভাবপ্রকাশিকা, নারায়ণ সরস্বতী, গব্যবার্তিক, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, প্রদীপ, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.), ২য় খণ্ড, চতুঃসূত্রী, মেট্রোপলিটান, কলিকাতা, ১৯৩৩

৩. গোস্বামী, সীতানাথ। অদ্বৈতবেদান্তের সারকথা। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬

৪. গোস্বামী, সীতানাথ। ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্য। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১২.

৫. গোস্বামী, সীতানাথ। বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব- স্বপ্রকাশত্ব ও মিথ্যাত্ববিচার। কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কোলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৫৭

৬. গুপ্তা, সংযুক্তা। স্টাডিজ ইন দি ফিলজফি অফ মধুসূদন সরস্বতী। ক্যালকাটা (ইণ্ডিয়া), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৬৬

৭. চিৎসুখমুনি,প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা। প্রত্যক্‌স্বরূপ। মানসনয়নপ্রসাদিনী, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাদক), ষড়দর্শনপ্রকাশন প্রতিষ্ঠান, উদাসীন সংস্কৃত বিদ্যালয়, বারাণসী, ১৯৮৫

৮. ছান্দোগ্যোপনিষদ্। আচার্য শঙ্করকৃত ভাষ্যত। আনন্দগিরিকৃত টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পা.), ২ খণ্ড, দেব সাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৯৮৪

৯. ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র। বেদান্তপরিভাষা। পঞ্চানন শাস্ত্রী, পরিভাষাসংগ্রহ, পঞ্চানন শাস্ত্রী (সম্পা.), কলিকাতা, ১৮৮৩ শতাব্দ

১০. মধুসূদন সরস্বতী। অদ্বৈতসিদ্ধি। অনন্তকৃষ্ণশস্ত্রিণা (সম্পা.), দিল্লি (৩৩/১৭ শক্তি নগর), পরিমল পাবলিকেশন্‌স, ১৯৮২

১১. মধুসূদন সরস্বতী। অদ্বৈতসিদ্ধি। করুণা ভট্টাচার্য(অনুবাদিকা), নিউ দিল্লি, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলজফিকাল রিসার্চ, ১৯৯২

১২. মধুসূদন সরস্বতী। অদ্বৈতসিদ্ধি। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, লঘুচন্দ্রিকা, বলভদ্র, সিদ্ধিব্যাখ্যা, বিঠলেশ উপাধ্যায়, ব্যাখ্যা, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী (সম্পা.), দিল্লী, পরিমল পাবলিকেশন্‌স্, ১৯৮২

১৩. মধুসূদন সরস্বতী। অদ্বৈতসিদ্ধি। ন্যায়ামৃতদ্বৈতসিদ্ধির অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), প্রথম ভাগ, বারাণসী, ষড়দর্শনপ্রকাশনপ্রতিষ্ঠানম্, ১৯৮৪